ষষ্ঠিবাঁটা প্রহসন।

শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী দাসী
কর্ত্তৃক প্রণীত।

২০৮ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
শ্রীকালিচরণ রায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত



কলিকাতা।

৬৬ নং সিমুলিয়া ষ্ট্রীট্ রামায়ণ যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

১২৯৪ সাল।

বিজ্ঞাপন।

আজকাল নাটকের নাম শ্রবণ মাত্রেই অনেকের আন্তরিক বিতৃষ্ণা জন্মে, সেটা লেখকের দোষ, কি কালমাহাত্ম্য, এস্থলে তাহা স্থির করিবার প্রয়োজন করে না। সম্প্রতি একটী সামাজিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া আমি এই ষষ্ঠিবাটা প্রহসন খানি লিখিলাম, যদিও এ ধরনের দুই এক খনি প্রহসন প্রচলিত হইয়া থাকে, তথাচ প্রকৃতি গত বিষয়ের অনেক পার্থক্য থাকায় পাঠকগণ যে উপেক্ষা করিবেন না, এই সাহসে প্রহসন খানি জনসমাজে প্রচার করিলাম। এক্ষণে সহৃদয় ব্যক্তিগণ এক একবার পাঠ করিলে পরিশ্রম সার্থক হইবে। আর এই পুস্তক খানি নব যুবক ও যুবতীগণের মনোরঞ্জন হইলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী দাসী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

হরনাথ মুখোপাধ্যায়—কুমুদিনীর পিতা।

চন্দ্রকুমার বন্দোপাধ্যায়—হরনাথের জামতা।

শরৎচন্দ্র ন্যায়রত্ন } ঐ প্রতিবেশীগণ
রাধামোহন চট্টোপাধ্যায় }

হরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়—জনৈক ভদ্রলোক।

ভোলা ঐ ভৃত্য।

স্ত্রী।

রাজকুমারী—কুমুদিনীর মাতা।

কুমুদিনী } হরনাথের কন্যাগণ।
চারুশীলা }

নিরদবালা—চারুশীলার সহচরী।

নলিনী—কুমুদিনীর সহচরী।

বসন্তকুমারী }
গিরিবালা } প্রতিবেশিনীগণ।
চপলা }
বিনোদিনী }

কামিনী——নাপ্তিনী।

বামা——দাসী।



ষষ্ঠিবাঁটা প্রহসন।

প্রথম অ

প্রথম দৃশ্য

কুমুদিনীর শয়ন গৃহ।

নলিনী ও কুমুদিনী আসিন।

নলিনী। হ্যাঁ ভাই কুমুদিনী? মেয়ে মানুষ হ'য়ে লেখা পড়ার এত যত্ন কেন? রোজ্‌কার্‌ তো আর কর্‌তে হবে না?

কুম। যদিই বা তাই কর্‌তে হয়, তখন কি কর্‌ব? তখন কি তোর্‌ স্বামির কাছে ধার্‌ কর্‌ব?

নলিনী। আমার স্বামির কাছে ধার কর্‌বে কেন? তোমার স্বামি নাকি একজন কেলেভার্‌ লোক, সে থাক্‌তে আমার কর্ত্তাকে টান্‌ কেন? কেন ভাই একজনে কি আশা মেটে না? তোমার হাতে ওখানা কি কাগজ ভাই?

কুমু। বঙ্গবাসী, কেমন মজা শুনেছিস্‌ ভাই? এখন ব্রাহ্মরা কেমন চলান্‌টা চলাচ্ছে?

নলিনী। তাই তো ভাই, এরা যে খ্রীষ্টান্‌দের্‌ চেয়ে চলাতে আরম্ভ করেছে! আচার্য্য মশাই অমন লোক হয়েও এরূপ

কেলেঙ্কার্ কোচ্চেন কেন ? কৈ ভাই, দেওয়ানজি মশাই তো এমন কথন করেন নি ?

কুমু। ক্যান কোর্ব্বেন্? তিনিতো আর মার্ বিয়ে দিবেন্ বলে তো খ্যাপেন্নি ? আর বিধবা মাসিকে বার্‌কোরে এনে বিয়েও দ্যান নি ?

নলিনী। সত্যি ভাই, মিন্সেদের্ কাণ্ড শুন্‌লে লজ্জায় মরে যেতে হয়। ধর্ম্মের মধ্যে এ সব কেন ? এরা এম্নি সব ধার্ম্মিক্, যে বাপ্ মাকে ভাত্ দ্যায় না।

নলিনী। যাক্‌গে ভাই, আর ও সব পোড়ারমুখো মিন্সেদের নাম করিসনে ? ওদের নাম কর্‌লে পাপ হয়, ওরা আর না মোলে আমাদের দেশের্ উপকার হবে না।

কুমু। না ভাই, তা বল্‌তে পার না, ওর মধ্যে অনেক ভাল লোকও আছে।

নলিনী। ওলো ভালই থাকুক্ আর মন্দই থাকুক্ সব বিদেশী। কল্‌কেতার্ মধ্যে যারা আছে, হয় তাদের যেতে কোন দোষ, নয় তো সমাজচ্যুত। কাজেই খ্রীষ্টান্ না হোয়ে ব্রাহ্ম হয়েছে। আগে ভাই, মনে করতেম্ এ ধর্ম্মটা ভাল, কিন্তু কাগজে পড়ে আর লোকের মুখে শুনে সে সংস্কারটুকু একেবারে গেছে।

কুমু। ভাই, সেটা তোর্ ভুল্, ধর্ম্মকে যে ভাবেই নাও না কেন, তাতে সেই ঈশ্বর বুঝাবে।

নলিনী। কেন ভাই ! আমাদের প্রহ্লাদ, ধ্রুব, যুধিষ্টির এরা কি হরি সাধন করে উদ্ধার হয়নি ? আমাদের ওসব কথায় দরকার নাই, আমরা যেমন ব্রত নেম্ করে থাকি তেম্‌নি,

যেন করি, সেই ভাবেই যেন আমাদের এ জীবন কেটে যায়। হরি যেন আমাদের অন্যমতি না দেন।

কুমু। তা নয়তো কি ভাই? আমরা পর পুরুষের সঙ্গে বেড়াতেও চাই না, যেমন আছি এই রকম করেই এ জন্মটা কেটে গেলে বাঁচি?

নলিনী। হ্যাঁ ভাল কথা মনে পড়ে গেল, বলি বেল ফুল! ষষ্টীর বাঁটা তো এল, এবার তোর্ ভাতার্ আস্‌বে না? এতক্ষণ যে কথা এনেছিলে! তাই জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারিনে।

কুমু। (স্বলজ্জে) কি জানি বোন্, শুনেছিলাম বাবা তো কাল সকালে ভোলাকে পাঠিয়ে দেবেন, তা এখন তাঁর ইচ্ছা।

নলিনী। (কুমুদিনীর প্রতি দৃষ্টি করতঃ) হ্যাঁ ভাই! তুই অত ভাব্‌চিস্ কেন? তোর তো ভাই ভাব্বার্ কারণ নাই, তোর্ বাপ্ যখন ভোলাকে পাঠাবে বলেছে, তখন নিশ্চয় পাঠাবে, তবে যদি তোর্ ভাতার্ না আসে সেই ভয়।

কুমু। যাই ভাই মা আমাকে ডেকেছেন, আবার কাল একবার আসিস্ লো।

নলিনী। হ্যাঁ ভাই, আমিও যাই ব্যালাটা গেল, এখনও অনেক কাজ ক'ত্তে বাকি আছে।

(উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দিয়া প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চন্দ্রকুমারের বাটীর নিকটস্থ উদ্যান।

চন্দ্রকুমারের প্রবেশ।

চন্দ্র। (স্বগত) আহা! সন্ধ্যার প্রাক্কাল কি রমণীয়! কি সুমধুর! এই সময়ে প্রণয়ি ও প্রণয়িণীর অন্তঃকরণে যে কি অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হ'চ্চে তা আর বলা যায় না। পিককুল কুলায় বসে কুহু কুহু রবে কেমন সুমধুর স্বরে গান করতঃ বিরহি ও বিরহিণীর মনপ্রাণ হরণ করচে। মলয়পুষ্পের গন্ধবিস্তার আশয়ে মৃদুমন্দ-সমীরণে আঘ্রাণ-কারীকে বিভ্রান্ত করচে। মধুকর ও মধুকরীগণ কমলিনীর মধুপানাশায় চতুর্দ্দিক হতে গুন্২ রবে ধাবিত হচ্চে, কিন্তু অরসিক পবনদেব নববিবাহিতা কামিনীর লজ্জার ন্যায় প্রণয়িণীর প্রিয়সমাগম হতে বিচ্ছিন্ন করচে। বিহঙ্গমগণ বৃক্ষের শাখায় বসে অস্পষ্ট স্বরে সুললিত গান করচে। আহা! প্রকৃতি দেবী কি অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জনীয় শোভায় সুশোভিতা হয়েছেন, এ সময়ে সকলেরই কি মনে আমার ন্যায় নব নব ভাবের আবির্ভাব হচ্চে? না আমার ন্যায় সকল বিরহি জনের হৃদয় বিরহানলে দগ্ধ হচ্চে? না, তা কখনই নয়। তাইত আমি কোথায় উদ্যানে মনের দুঃখ লাঘবের জন্য এলাম, তা না হোয়ে আজ, আমার মনে এ

প্রকার ভাব উদয় হোচ্চে কেন ? যেন মনে হোচ্চে এখনি সেই চন্দ্র বদনার চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করে এ বিরহ তাপিত দেহশীতল করি। এখন যদি পিতার বিনা অনুমতিতে যাই, তাহলে তাঁর অপমান হয়, তায় আবার কাল ষষ্টিবাঁটা শুনেছি। আজ যদি যাই তাতে আমারও অপমান। বোধ করি এখনই হোক্ বা কিঞ্চিৎ বিলম্বেই হোক, কেহ না কেহ অবশ্যই আমাকে নিতে আসবে। দেখা যাক্ এখন কি হয়, যাহোক ক্ষণেককাল সরোবরের ঘাটের সোপানোপরি উপবেশন কোরে প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করি।

(উপবেশন)

নেপথ্য হইতে।

গীত।

"দেখা দিয়ে প্রাণ প্রিয়ে জীবন কর শীতল।
না হেরে বিধু বদন সতত চিত চঞ্চল॥
না হেরিয়ে সে বদন, সদা মন উচাটন,
দিয়ে প্রিয়ে দরশন, নিভাও বিরহানল।
হেরিলে ও মুখশশি, সুখের সাগরে ভাসি,
হৃদি মাঝে অহর্নিশি, জাগিছে মুখ কমল॥"

চন্দ্র। বা বেস্ গীতটী তো, ঠিক্ আমার মনের ভাব্ কেড়ে নিয়ে গাচ্চে, কে আমার ন্যায় উভয় সঙ্কটে পড়ে গাচ্চে, গলার স্বর যেন চেনা বলে বোধ হচ্চে, তবে একটু মনোযোগের সহিত শুনতে হোল।

নেপথ্য হইতে

গীত।

কাঁদিছে প্রান্ আমার কেন সখে তারি তরে।
অদর্শনে দুঃখানল দহিতেছে এ অন্তরে
না গিয়া সেখানে কেন, অরণ্যে করি রোদন,
কি করি প্রাণের বন্ধু, উপায় বলে দাও আমারে।
যদি যাই তার কাছে, পিতাকুষ্ট হন্ পাছে,
কেমনে বাঁচি আক্ষাষে, উপায় বলে দাও আমারে ॥

চন্দ্র। কে তুমি! আমার ন্যায় দুঃখে পোড়ে রোদন কোচ্চ, এস ভাই, তুমিও আমার ন্যায় প্রিয়া বিরহে দুঃখিত হয়েছ, এস দেখা দাও, তোমার সহিত বাক্যালাপ করে সন্তাপিত হৃদয় শীতল করি। কই কেহ যে এলনা, তবে আর কেন বৃথা এখানে থাকি। নিশাপতি! তুমি আমার দুঃখে সন্তুষ্ট হয়েই বুঝি শিঘ্র২ উদিত হবার উদ্যোগ্ কোচ্চ? যাই গৃহে গমন করি।

(নেপথ্যে)

কোথায় গো জামাই বাবু?
হুঁস্ নাই কাল্ হবে কাবু!

চন্দ্র। এ না আমার শ্বশুর বাড়ীর সেই পাগ্লা ভোলা, তার গলার স্বর শুন্তে পাচ্চি? (নেপথ্যে অবলোকন করত:) হ্যাঁ তাইত, এই দিকেই যে আস্চে।

(ভোলার প্রবেশ)

ভো। (বলি) আমি ব্যাটা খুঁজেমরি।
(তুমি) হেথা কর্‌চ বাবু গিরি?
দণ্ডবৎ জামাই বাবু। (প্রণাম)

চন্দ্র। কি ভোলানাথ যে! ভাল তো, বাড়ীর মঙ্গল?

ভো। যার মঙ্গল সবাই খোঁজে সেই কথাটা বল।
বাজে কথা মিছে কেন আমার কানে তোল॥

চন্দ্র। ভোলানাথ। বাড়ীর খবর নেওয়া কি বাজে কথা?

ভো। সব্‌ ভাল, তার সঙ্গে ২ আমিও ভাল।

চন্দ্র। তবে ভোলানাথ! এখন কি মনে করে আসা হয়েছে?

ভো। জানেন্‌ না কাল্‌ তিথিটা কি।
ভোলা তাই এখানে আজ্‌ অতিথি॥

চন্দ্র। হ্যাঁ, এখন বুঝেছি, বাড়ী চল, বাগানে বসে রাত্‌ করি কেন? চল ঘরে গিয়ে সব শুনিগে।

ভো। আমি বাড়িতে বলে এসেছি, অনেক্ষণ আপনার জন্য সেখানে বসেছিলাম, সেষে গিন্নি মা বল্লেন্‌ যে, তোমাদের জামাই বাবু বুঝি এই বাগানে বেড়াচ্চেন, তাই এদিকে এলাম।

চন্দ্র। আচ্ছা, ভাল হয়েছে, তবে চল এখন ঘরেগিয়ে শুনিগে।

ভোলা। আর না বাবু দের্‌ হোয়েছে,
এই নিন্‌ আপ্‌নার্‌ চিঠি।
কাল্‌ না গেলে টের্‌টী পাবে,
থাক্‌বেনা তোমার কান্‌ দুটী॥

(পত্র দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান)

চন্দ্র। (স্বগত) পাগলেরা কেমন সরল, কত কি ঠাট্টা তামাশা কোরে পালাল, যাইহোক অন্ধকার হয়ে এসেচে, এখন বাড়ী গে পত্র খানা কি লিখেছে পড়া যাক্‌গে।

(চন্দ্রকুমারের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

—০—

প্রথম দৃশ্য।

হরনাথ মুখোপাধ্যায়ের বৈটকখানা।

হরনাথ রাধামোহন ও শরচ্চন্দ্র আসিন।

শরৎ। (তামাক্ খাইতে খাইতে) তবে ভায়া! সম্বন্ধটা ভাল হোয়েছে আঁ?

হর। আজ্ঞে সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন্। সম্বন্ধ যার নাম! যা হোক্, আমার মেয়ের কপালে যে এতটা সুখ ছিল, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।

শরৎ। হ্যাঁ, বলি এদিকের বিষয় আশয় কেমন?

হর। আজ্ঞে সে কথা আর কি বোল্‌বো! বিষয় অগাদ্, তা বিষয় আশয়ের কথা আর কেন জিজ্ঞেস্ করেন? দিন গেলে বাড়ীতে আধ্‌মোন্ ত্রিস্‌সের্ চাল রান্না হয়ঃ নিত্য ক্রিয়াকর্ম্ম, এমন দিন নাই যে, দশ বারজন অতিথি না হয়।

শরৎ। আজ পাত্রী দেখ্‌তে আসবার্ কথাছিল না?

হর। আজ্ঞে হ্যাঁ, পাত্রের খুড়োই স্বয়ং আস্‌বেন্ বোধ হোচ্চে।

শরৎ। পাত্রটী তুমি স্বচক্ষে দেখেছ তো?

হর। (অপ্রতিভ রূপে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! পাত্রটাত্র তো দেখিনি! এখন কি বলি এঁদের? হায় হায় তখন কেন একবার চোক্ষে দেখে এলেম না। ওটা একবারে

বিস্মৃতই হোয়েছিলাম। আর সত্য সত্যই কানা খোঁড়া যদি হয়! লোকের কথায় বিশ্বাষ কি? এঁরা আমায় বড় আহাম্মোক ভাববেন দেখছি। যাহোক্ ব্রাহ্মণীকে যেরকম বোলেছি, এঁদের কাছেও সেই রকম বোল্‌তে হোলো।

শরৎ। কি হে, চুপ কোরে রইলে যে? পাত্র কি স্বয়ং দেখে আসনি?

হর। (চকিৎ ভাবে) আজ্ঞে, পাত্রের কথা বোল্‌চেন? আমি শুন্‌তে পাইনি, অন্যমনস্ক ছিলাম। তা—তা—

শরৎ। কৈ হে আজ মেয়ে দেখতে আসবার কথা ছিল, এখনও কেউ এলেননা কেন? (উর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) সন্ধ্যোওহয়ে এলো।

রাধা। হ্যাঁ হে ভায়া, তোমার মেয়েটী নাকি বেস্ লিখাপড়া শিখেছে?

হর। আজ্ঞে হ্যাঁ, সে উত্তম পড়্‌তে পারে।

শরৎ। তুমি এমন দুষ্কর্ম্ম কোল্লে কেন? তুমি কি জাননা, মেয়ে লেখা পড়া শিখ্‌লে তার ইংরাজি পড়া বর্ নইলে পছন্দ হয় না? তা যিনি তোমার জামাই হবেন, তিনি ব্যাক-রণ পোড়্‌চেন, তা কেমন করে তিনি তোমার কন্যার মনোমত হবেন?

হর। আজ্ঞে সে ব্রাহ্মণীর দোষেই হোয়েছে। তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী, যা বলেন, তার অন্যথা হোলে অত্যন্ত কষ্ট হন্। আমি কি কোরি, জেনে শুনেই এ কুকর্ম্মে সম্মতি দিয়েছি।

রাধা। আরে রেখেদ্যাওহে, মনোমত হবে না! মেয়ে—তার আবার মনোমত আর অমনোমত! যাতে তাতে ঘর-থেকে বার্‌কোত্তে পাল্লেই হোলো। ওগুলো জন্মো কেবল চিরকালটা বাপ্‌ মাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারে বৈত নয়। ওদের দ্বারা বাপ্‌ মায়ের কি উপকার হতে পারে? রাতদিন কেবল দ্যাওরে দ্যাওরে! ওদের সঙ্গে কেবল খাওয়ার আর নেওয়ার সম্পর্ক। বেটারে শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় বাপের বাড়ীর ঝাঁটা গাছটা নিয়ে যেতে পাল্লেও ছাড়ে না। তা ওর ভাগ্য ভাল, যে এমন ঘরে গিয়ে পোল্লো। মেয়ের বিয়ে দেওয়া কুটুম্ব ঘরটী ভাল হলেই হোল, যাতে লোকের কাছে মুখ উজ্জ্বল হয়,

(নেপথ্যে পদশব্দ)

হরেন্দ্র। মহাশয়! চুপ্‌ করুন, তাঁরা আস্‌চেন বুঝি।

(হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ)

সকলে। (গাত্রোত্থান করিয়া) আস্‌তে আজ্ঞা হউক। আস্‌তে আজ্ঞা হউক।

হরেন্দ্র (সমীপে উপস্থিত হইয়া) ব্রাহ্মণে ভ্যো নমঃ। (নমস্কার)

সকলে। ব্রাহ্মণায় নমঃ (প্রতি নমস্কার) বোস্‌তে আজ্ঞা হউক।

হরেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারা বসুন।

(সকলের উপবেশন)

রাধা। (জনান্তিকে) ওরে ভোলা আ—আ—আ!

(নেপথ্যে আজ্ঞা যাই ই ই)

রাধা। ওরে শীঘ্র তামাক্ সেজে আন্।

হর। সেখান্কার্ সমস্ত মঙ্গল?

হরেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনকার্দের্ আশির্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল।

হর। আপনার স্বয়ং আসাতে যে আমি কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হোয়েছি, তা বলা যায় না।

(তামাক্ লইয়া ভোলার প্রবেশ)

ভোলা। তামাক্ ইচ্ছে করুন। (হরেন্দ্রের হস্তে হুঁকা প্রদান ও সেইস্থানে দণ্ডায়মান।)

হরেন্দ্র। মহাশয়! আমার ইচ্ছা পাত্রীটীকে এই সময়ে দেখি কারণ এক্ষণেই আবার যেতেহবে।

হর। যেআজ্ঞা, বাধা কি?

রাধা। ওরে ভোলা দ্যাখ্তো চারুশীলার আসার বিলম্ব হচ্চেকেন?

(ভোলার প্রস্থান)

(নেপথ্যে মলের শব্দ)

হর। চারুশীলা বুঝি আস্চে।

(বামার সহিত চারুশীলার প্রবেশ)

শরৎ। (চারুশীলার প্রতি) এদিকে এস।

(চারুশীলার নিকটে গমন)

হরেন্দ্র। (স্বগত) আহা! কি অপরূপ রূপলাবণ্য! যেন স্বয়ং ভগবতী কৈলাস পুরী পরিত্যাগ করে এসে দাঁড়ালেন্। আহা! এমন অমূল্য রত্নকে বিধাতা কি অরণ্যে নিক্ষেপ কোর্চেন্!

শরৎ। (হাস্য মুখে) মহাশয়! মেয়ে আর দেখ্‌তে হবে না। ওর ঐ চোক্ দুটো দেখুন না, দুটোর দাম দুলাক্ টাকা হবে। এই আমি যে এত বুড়ো হোয়েছি, ঐ চোখ্ দুটো দেখ্‌লে আমারও মন্‌টা কেমন কেমন করে।

হরেন্দ্র। আজ্ঞে যথার্থ, এমন সৌন্দর্য্য তো কখন দেখিনে। আহা! সহস্র বৎসর ক্রমিক দেখ্‌লেও নয়নের তৃপ্তি জন্মে না। আমাদের পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে, এমন রাজলক্ষ্মী আমাদের কুল বধু হবেন।

শরৎ। রূপ দেখ্‌লেন, একবার গুণও দেখুন, লেখা পড়ার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করুণ।

হরেন্দ্র। (সহর্ষে) লেখা পড়াও জানেন? আহা! তা হোলে তো সোণায় সোহাগা হোলো। তা আর বড় জিজ্ঞেস্ কোত্তে হবে না, দেখেই বুঝ্‌তে পারা যাচ্চে। চন্দ্রে যে সুধা আছে কেহ না বোলেদিলেও আপ্‌না হোতে জানা যায়।

শরৎ। না, তবু জিজ্ঞাসা কোত্তে হয়, এ একটা প্রথাই আছে।

হরেন্দ্র। মা! তোমার নাম কি?

চারুশীলা। (স্বগত) পৃথিবী! তুমি আমায় একটু স্থান দাও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। আর আমার এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। হায়! আমার হৃদয়ে দিবানিশি আগুণ জ্বোল্‌চে, কেহ কি তা অনুভব কোত্তে পারে না? কেহ কি আমার দুঃখে দুঃখিত হবে না? অথবা আমি কার্ দোষ দিব, সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ, নতুবা বঙ্গদেশে নারী জন্ম গ্রহণ কোর্‌বো কেন? যা হোক্ এখন

২

আমি কি করি? আমার তো কোন ক্রমেই বাক্য সরে না, আর আমার কথা কইতে ইচ্ছাও নাই।

হরেন্দ্র। (স্বগত) একি! মেয়েটী বোবা না কালা? হবেও বা! তা নইলে আর এমন কুসুমকলী কি কখন কেউ নির্গুণ ভেকের সেবায় দেয়? যাহোক্ শেষ্ টা এ বুঝি মাখাল্ ফল হয়ে দাঁড়াল।

রাধা। নাম জিজ্ঞেস্ কোল্লেন্ বলো না, চুপ করে রইলে কেন?

চারু। (মৃদুস্বরে) আমার নাম চারুশীলা।

হরেন্দ্র। (সহর্ষে স্বগত) না, না, এ কামিনী-কুসুম পরিমল-বিহিন নয়। আহা! কি মধুর স্বর! একি কোকিলা রব কোল্লে? না বীণার ধ্বনি শুন্‌লাম? হায়! আমি জেনে শুনে শারিকারে চিরকাল পেচকের সহবাসিনী কোর্‌ব? আমার পাপের সীমা থাক্‌বে না। কি করি জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমেই আমায় এই মহাপাপ্ কোত্তে হোচ্চে। দেব দিবাপতে! আমি আপন ইচ্ছায় এ মধুবল্লরীকে বিষবৃক্ষে আরোপিত কোত্তে উদ্যত হোই-নাই। ইহাতে আমার কোন অপরাধ নাই।

শরৎ। কেমন, কন্যা মনোনিত হোয়েছে তো?

হরেন্দ্র। সে কি মহাশয়! সুধা কাহার না মনোমত হোয়ে থাকে?

রাধা। তবে ১৩ই আষাঢ়ে বিবাহের দিনস্থির হোলো।

হরেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, এ শুভ কর্ম্মে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

চারুশীলা। (স্বগত) হা হতাস্মি! সত্য সত্যই পিতা আমায় সমুদ্রে নিক্ষেপ কোল্লেন? হে প্রাণবল্লভ! পৃথিবীতে

আমার স্থান হোলো না? ইহলোকে তোমার চন্দ্রানন দেখ্‌তে পাবো না! দেখি! পরলোকে গিয়ে জন্মান্তরে যদি তোমার সহিত মিলিত হোতে পারি। (মূর্চ্ছিতা)।

সকলে। (সসম্ভ্রমে) হায়! একি! একি! কি সর্ব্বনাশ!—

যবনিকা পতন।



তৃতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

হরনাথের বৈটকখানা।

হরনাথ ও শরৎ আসিন।

(চন্দ্রকুমারের প্রবেশ ও সকলকে প্রণাম)

হর। এস বাবা এস, ভাল আছ তো? পড়া শুনা বেস্ হোচ্চে তো?

চন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শরৎ। কোন্ স্কুলে বাবাজির্ পড়া হয়?

চন্দ্র। প্রেসিডেন্সি কলেজে।

শরৎ। আচ্ছা! যখন সেই ওয়েব্ সাহেব্ কোন্ ছেলেকে অপমান্ করে, তখন তোম্রা সব্ বেরিয়ে গেলে না কেন?

চন্দ্র। সকলের মন তো সমান নয় মহাশয়!

শরৎ। তা বটে. কিন্তু দেখ, দোষ কোল্লে ওয়েব্, সাজা দিলে ছেলেদের, বাঙ্গালির্ ছেলে বোলে তাই সব সহ্য কোল্লে, কিন্তু ইংরেজের্ ছেলে হ'লে কি সহ্য কর্‌তো?

চন্দ্র। মহাশয়! ওদের কথা ছেড়ে দিন্।

(ভোলার প্রবেশ।)

ভোলা। জামাই বাবু! আপনি বাড়ীর মধ্যে চলুন্।

চন্দ্র। তুমি বাড়ীতে বলগে আমি যাচ্চি।

হর। (জামায়ের প্রতি) যাও বাবা! জল খাবার, তৈয়ারী হোয়েছে জলখেয়ে এস।

শরৎ। যাই হে বেলাও অধিক হোলো, আহারাদি করা যাগ্‌গে?

হর। আমরাও চল্লুম্।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চারুশীলার শয়ন গৃহ।

চারুশীলা আসিন।

চারু। (স্বগত) পিতা মাতাই অর্থের লোভেই কেবল আমাকে দুঃখনিরে নিক্ষেপ্ কর্তে উদ্যত হোয়েছেন। আমি যখন মনে মনে এক জন্কে পতিত্বে বরণ কোরেছি;—যখন আমি দেহ, মন, জীবন, যৌবন সমস্তই সেই চরণে সমর্পণ কোরেছি,—তখন কিরূপে আবার অপর পুরুষকে পতিত্বে বরণ কোর্ব্বো? হৃদয়! বিদীর্ণ হও;—আর আমায় দগ্ধ কোরো না। আমি সহস্র বর্ষ দুঃখ ভোগ্ কোত্তে সম্মত আছি, কিন্তু এক দিনের্ জন্যে ধর্ম্ম লোপ কোত্তে পার্বো না। আমি বঙ্গনারী, পর পুরুষের মুখাবলোকন করা আমার পক্ষে নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ ও ধর্ম্ম বহির্ভূত কর্ম্ম। অতএব তুমি ক্ষান্ত হও, এতদিন যে ধৈর্য্যপাশে মন্কে বদ্ধ কোরে রেখেছ, তাহা ছিন্ন কোরো না। আমার কাত্যায়নী ব্রত কি বিফল হোলো? আমি পতিরত্ন লাভাশায় গৌরি পূজা কোরেছি, সমস্তই কি অলিক? হায়! তবে আমি মনোমত পতি লাভ কোত্তে পাল্লেম্ না? হে মা ভগবতী! মা সর্ব্ব-

মঙ্গলে! মাগো! দাসীর প্রতি প্রসন্ন হও। মনোমত পতি লাভে প্রতিকূল হয়ো না! মাগো! যেন তোমার কৃপায় এ দুঃখিনী চির অকূল দুঃখ-জলধী হ'তে উত্তীর্ণ হয়।

গীত।

হরমা এতাপ ত্রিতাপ হারিণী।
নিদয়া হয়োনা, ত্রিগুণ ধারিণী॥
দুখের সাগরে, অকুল পাথারে,
ভাসিছে আসারে, দুঃখিনী তাপিনী।
করুণা বিকাশ, ভাবনা বিনাশ,
পুরাও মানস, মহেশ মোহিনী॥
হৃদয় আসনে, রাখিয়ে যতনে,
কোরেছি যে ধনে, সোঁপেছি পরাণি।
সেধন বিরহে, এ প্রাণ না রহে,
অপরে না চাহে, তব এ দুঃখিনী॥



তৃতীয় অঙ্ক।



তৃতীয় দৃশ্য।

হরনাথের অন্তপুরস্থ গৃহ।

বামা ও রাজকুমারী গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা।

বামা। হ্যাঁ মা! একে কি খাবার্ বলে গা? আমি তো আপনাদের এখানে থাক্‌বার্ আগে কল্কেতায় একজন্ বড় জমিদারের্ বাড়ীতে ছিলাম। কিন্তু কৈ কখন তো তাদের বাড়ী জামাই আস্‌বার্ সময় এমন উদ্যোগ কোত্তে দেখিনে?

রাজ। সকলে কি সব্ জানে বাছা?

বামা। তাদের্ বাড়িতে জামাই এলে বাজারের্ খাবার্ খেতে দিত।

রাজ। কল্‌কেতার্ মেয়েরা বড় সুখী, তারা বেসি কষ্ট সহ্য কোত্তে পারে না।

বামা। হ্যাঁ মা, তবে কি তুমি কল্কেতার্ মেয়ে নও।

রাজ। আমি বাছা কল্‌কেতার্ বৌ, কিন্তু কল্‌কেতার্ মেয়ে নই, আমার জন্মস্থান কি না পল্লিগ্রাম তাই বল্‌ছি।

বামা। তা দেখ মা, অনেক পাড়াগেঁয়ে-মেয়ে কল্‌কেতায় গিয়ে তারা একেবারে সহুরে হোয়ে পড়ে।

রাজ। সে সব্ বাছা বড় মানুষী জানান হয়, যাদের কিছু নাই, সেই সব্ ঘরের্ মেয়েরাই বড় মানুষের বাড়ী বিয়ে হোলে অহঙ্কারে মাটীতে আর পা দেয় না, তারাই কল্কেতার মেয়েদের ন্যায় ব্যবহার শেখেন ও পাড়াগাঁর নিন্দে করেন্। ভাল কথা মনে পড়্ল, ও ঝি? নাপ্তিনীকে কি কামাতে আস্তে বলে আসা হয়েছে। যদি না বোলে থাকিস্ একবার্ তাকে ডেকে আন্। কুমুদিনীকে যে আল্তা পরাবে।

রাজ। (নেপথ্যে দেখিয়া) একটু দাঁড়া, নাপ্তিনী আস্চে বুঝি—

(কামিনী নাপ্তিনীর প্রবেশ)

কামি। খবর্ কি গো মা ঠাক্রুণ।

রাজ। কামিনী! তোর আক্কেল্ কি বল্ দেখি? তোকে কাল্ বলে পাঠান হয়েছে যে একটু সকাল সকাল এসে কামিয়ে দিবি, তা যাহোক তুই খুব্ এলি?

(কুমুদিনীর প্রবেশ)

কুমু। (নাপ্তিনীকে চিনিতে না পারিবার ছলে) কেরে?

কামি। এখন চিন্তে পারবে কেন? বড় মান্ষের্ মাগ্ হয়েছ। যাক্ ওসব, এখন কামাবে?

কুমু। ওঃ তুই? আমি বলি আর কে বুঝি। তা তুই দাঁড়িয়ে রইলি যে? ঐ গুণ খানা টেনে নিয়ে বোস্না?

কামি। বোস্বো কি দিদিবাবু, আমার ঘরে ঢের্ কাজ, তবে তোমার গুণে একটু বসি, তোমার কথা কি ঠেল্তে পারি বোন্? তুমি আমাকে যে আয়ত্তি যত্ন কর।

(কামিনীর উপবেশন)

রাজ। ক্যান এত ব্যাস্ত ক্যান? বাড়ীতে কি কাকোয়্ বসিয়ে রেখে এসেচিস্?

কামি। আমি নিজেই বসে গেচি। তা অপর্কে বসাব কি? কৈ তোমার নুতুন্ বৌ কৈ?

রাজ। তার বাপের্ বাড়ি গেচে, আবার্ আস্বে।

কামি। হ্যাঁ গা মাঠাকুরুন্? ছোট দিদিবাবুর বের্ কি ঠিক্ হোলো?

রাজ। না বাছা, ঠিক্ হয়েও হোচ্চেনা, চারুশীলার্ মনের্ মতন বর্ হয়্নি বোলে হোচ্চে না। বিয়ের্ সব্ ঠিক্ হয়েছিল, কেবল ওর অনিচ্ছায় হোল না।

কামি। সে ভালই, মেয়ের অনিচ্ছায় বে দিলে মনে চিরকালের জন্যে কষ্ট পাবে। আর অমন মেয়ের বে কি যেমন্ তেমন্ ছেলের সঙ্গে সাজে? যেমন মেয়ে তেমন ছেলে চাই।

রাজ। বাছা! সেই জন্যই হচ্চে না। কিন্তু ছেলের অনেক বিষয় আছে। বোধ হয় ঐ খানেই হবে। এখন তুই কুমু-দিনীকে কামিয়ে দে, আমি একবার আস্চি।

(রাজকুমারীর প্রস্থান)

কামি। দিদিবাবু কামাবে তো এস।

কুমু। কামাব কিলো? তুই আল্তায় জল দিয়ে বড় ফিকে কোরে ফেলিস্ এত জল দিস্ কেন লা?

কামি। আমার জল দেওয়া অভ্যাস বোন্! আল্তায় কি— এমন যৌবন তাতেই জল্ দে বসে আছি। বলি দিদিবাবু! তুমি আমার আল্তার নিন্দে কর?

আমার আল্‌তার গুণ জান নালো ধনি।
মনের মতন নাগর পেলে খড়ি পেতে আনি॥
যে পুরুষ থাকে সদা পর নারীর বশে।
এনে দিতে পারি তাকে নিজ নারীর পাশে॥

আমার আল্‌তার গুণ আর হীরে মালিনীর ফুলের গুণ দুই সমান দিদিবাবু।

কুমু। ওলো তুই তো খুব্‌ মেয়ে দেখ্‌ছি?

কামি। দিদিবাবু! আমি মেয়ে হোয়ে কত পুরুষ্‌কে নাকানি চোপানি খাইয়ে দিতে পারি। তা কি কামাবে?

কুমু। কামাব বৈকি। তোর্‌ মতন এমন নাপ্তিনী আর কোথায় পাব বল্‌? তা যাচ্চি দাঁড়ানা, তোর্‌ সেই বঁধুর গান্‌টী একবার গা—

কামি। দিদি বাবু! সে আজ্‌ নয়; আর এক দিন হবে, আজ বেলা নাই।

কুমু। ওলো আমার মাথা খাস্‌।

কামি। আহা ওকি দিদিবাবু! অমন কথা কি বল্‌তে আছে? তা গাইচি গাইচি—

গীত।

"রসের নাপ্তিনী আমি সদাই থাকি রঙ্গে রস।
তাইতে যত রসিক নাগর থাকে সদাই আমার বাসে॥
যুবতীরে আল্‌তা পরাই, যুবক বশীভূত করাই,
আমার আল্‌তার খোল্‌তা দেখে,
লোভে ভ্রমর উড়ে বসে॥"

কুমু। হ্যাঁলা! তুই কি এমন কাজে ব্যাস্ত যে একটু বস্‌তে পার না?

কামি। ভাই আমি একলা, ঘরের সব কাজ কর্ম্ম আছে, এ সওয়ায় আবার আলতা পরাণ আছে। হ্যাঁগা ভাল মনে---আমার দক্ষিণেটা কবে হবে?

কুমু। হবে এক দিন।

কামি। (হাস্য করিয়া) কি, দক্ষিণ পাড়ায় না গেলে বুঝি আর দক্ষিণেটা দিচ্চ না?

কুমু। নালো? এই দুই এক দিনের মধ্যেই পাবি।

কামি। বলি এসনাগো, আর বেলা নাই, সূর্য্য যে পাটে বসে।

কুমু। চল তবে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চারুশীলার শয়ন গৃহ।

নিরদবালা ও চারুশীলা আসীন।

নিরদ। ভাই চারুশীলা! তুমি যেন আমায় পর্ পর্ ভাব, সকল কথা খুলে বলো না। তা ভাই, বিবেচনা করে দেখ দেখি, আমার কাছে মনের কথা গোপন কোল্লে তোমার্ কি হবে? মনের বেদনা মনে রাখ্‌লে ক্রমে তার বৃদ্ধিই হোয়ে থাকে। তা প্রকাশ করে বলো, মনোদুঃখ নিবারণের যদি কোন উপায়্ থাকে, আমি এখনিই তার চেষ্টা পাবো।

চারু। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ভাই, তোমায় কাছে আমার কিছুই গোপনীয় নাই। কিন্তু আমার সে কথা বলা কেবল তোমাকে দুঃখিত করা মাত্র। ভাই সে রোগের ঔষধ নাই, মৃত্যু ব্যতীত তার উপসমের অন্য উপায় নাই। (অশ্রু বিসর্জ্জন)

নিরদ। ছিঃ ভাই! একেবারে অধীর হওয়া কি উচিত? অবশ্যই তার্ কোন উপায় হবে। আর যদি নাও হয়, তবু মনের দুঃখ অন্যের কাছে প্রকাশ কোল্লে ও তার অনেক লাঘব হোতে পারে।

চারু। (অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে) প্রিয়সখি! যে দিন অবধি সেই মনোমোহন কে দর্শন কোরেছি, সে দিন অবধি আমার চিত্ত আর আমার নাই। আমি দিবানিশি সেই মহিনী মূর্ত্তির ধ্যান করি, আমার চিত্ত এককালে হর্ষ ও বিষাদে অভিভূত হয়ে পড়ে। যখন ভাবি, তাঁহার সৌন্দর্য্য আলোক সামান্য, তখন আমার মন বিমল আনন্দ নীরে অভিষিক্ত হোতে থাকে; যখন চিন্তাকরি, তিনি আমার পক্ষে একান্ত দুর্লভ, তখন দুস্তর বিষাদপঙ্কে মগ্ন হয়ে যায়। সখি! আমি হৃদয়ক্ষেত্রে দুরাশা-লতা রোপন কোরেছি, তার ফল মৃত্যু বই আর কিছুই নয়। (রোদন)

নিরদ। ভাই! স্থির হও, অবশ্যই তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে। তুমি নৈরাশ কণ্টককে মনহোতে উন্মুলিত কর; হৃদয়ক্ষেত্রে আশা-লতা রোপণ কর, নিত্য তার সুখময় ফল-ভোগ্ কোর্‌বে। আমি তোমার সেই চিত্তচোর্‌কে ধোরে দিব।

চারু। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) প্রিয়সখি! আর কেন আমায় বৃথা আশ্বাস দাও? যখন দুরাশা-রাক্ষসী আমার মনো-মন্দিরে প্রবেশ করেছে, তখন আর আমার আশ্বস্ত হবার বিষয় নাই। বিধাতা চিরদিন দুঃখভোগ করাবার্ জন্যেই আমাকে সেই রূপ মোহে মোহিত কোরেছেন। সখি! তিনি দেব দুর্লভ মহারত্ন, আমি মানবী হয়ে কি রূপে তা লাভ কোর্‌বো? (রোদন)

নিরদ। ভাই চারুশীলে! আমি যথার্থ বোল্‌চি তোমার সেই চিত্ত চোর্‌কে ধোরে দিব। আমি তাঁর নাম্ ধাম্ সকলি

জানি। সে চোর দিবা ভাগেই তোমার চিত্তহরণ কোরে মদন রাজের কারাগৃহে বদ্ধ হোয়েছে ; এখন তুমি অনুগ্রহ না কোরে কিছুতে নিষ্কৃতি পাবে না।

চারু। (অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে) প্রাণসখি! তুমি সে চিত্তচোরকে ধরে দিয়েই বা কি কোর্‌বে ? আমি কার কাছে অভিযোগ্‌ কোর্‌বো ? যখন দুর্ভাগা বঙ্গনারী হয়ে জন্মগ্রহণ কোরেছি, তখন কে আমার দুঃখে দুঃখিত হবে ? প্রিয়সখি! শমন ব্যতীত আমাদের সহায় আর্‌ কেহ নাই, আমি তাঁরই শরণাপন্ন হবো, তিনিই আমার দুঃখ দূর কোর্‌বেন।

নিরদ। (স্বখেদে স্বগত) হায়! প্রিয়সখির হৃদয়ক্ষেত্রে অনুরাগ্‌ তরু বদ্ধমূল হোয়েছে। এখন কিরূপে তার উন্মূলন করি ? কিরূপে নৈরাশ ভুজঙ্গকে তার কোঠর হোতে বহিস্কৃত করি ? কি বোলেই বা আশ্বাস প্রদান করি ? নিষ্ঠুর দেশাচার সকল পথ রোধ কোরেছে। এখন কি করি ? ইহার জীবনে আর কিছু মাত্র আস্থা আছে এমন বোধ হয় না। (প্রকাশ্যে) প্রিয়সখি! স্থির হও। আমি তোমার মনোবেদনার কারণ পূর্ব্বে জান্‌তাম্‌ না এমন নয় ; যে দিন অবধি সেই মহাভাগ তোমার মনোমন্দিরে প্রবেশ কোরেছেন, সে দিন অবধিই আমি তাঁর পূজোপকরণ আহরণ কর্‌বার্‌ চেষ্টা কচ্চি। সখি! কেবল তিনিই যে তোমায় রূপ মোহে মোহিত কোরেছেন এমন নয়, তুমিও তাঁকে লাবণ্যশরে আহত কোত্তে ত্রুটি কর নাই। আমি শুনেছি, তিনি তোমা অপেক্ষা শতগুণ অধিক কাতর হয়ে-

ছেন। অতএব স্থির হও, অবশ্যই তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।

চারু। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) প্রিয়সখি! নৈরাশ বহ্নি নির্জ্জন দেশে আমার মনোমন্দির দগ্ধ কোচ্চে, আমি কি বোলে আশ্বস্তহই? প্রবল ঝটিকা কালে আমি মহার্ণবে মগ্ন হোয়েছি, কিরূপে তাহার কূললাভের আশা করি? প্রান্তর মধ্যে হিংস্র শার্দ্দূল গ্রাস্ কোত্তে আস্চে, আমি কার্ শারণাপন্ন হই? প্রিয়সখি! আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত্ কোরি, দুঃখ পুঞ্জ ব্যতীত আর কিছুই দেখ্‌তে পাইনে। আমার অনুর্ব্বর মানসক্ষেত্রে আশালতা অঙ্কুরিত হয়েই শুষ্ক হয়ে যায়, কিরূপে তার ফলভোগ কর্‌বো? (রোদন)

নিরদ। সখি চারুশীলে! আশ্বস্ত হও, আমি তোমার মনোরথ সিদ্ধির উপায় স্থির কোরেছি।

চারু। অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে) সখি! তুমি বারম্বার্ আমায় আশ্বস্ত কর্‌বার্ জন্য বৃথা যত্ন কোচ্চো, আমার বহু ছিদ্র চিত্তপাত্র তোমার প্রবোধবারি কিছুতেই ধারণ কোত্তে পাচ্চে না। প্রিয়সখি! পিতা আমায় হস্ত পদ বদ্ধ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ কোচ্চেন, তুমি এখন আমার জন্যে সুরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত কোরেই বা কিকোর্‌বে? সখি! আমরা যথার্থই অবলা, আমাদের কিছু মাত্র সামর্থ নাই, আমরা নিতান্ত পরাধীন। আমাদের স্বাধীনতার লেশমাত্র নাই। পিতা আমায় ভুজঙ্গ বিবরে প্রবেশ কোত্তে আদেশ কোচ্চোন, তাই কোত্তে হবে, কিছুতেই তার প্রতিরোধ কোত্তে পার্‌বো না। সখি! আমার অনলপূর্ণ হৃদয়ক্ষেত্রে

বাসনালতা সমুদ্গত হোয়ে কেবল বিষাদ সর্পের আশ্রয় হোয়েছে, কখন সুফল প্রসব কোর্‌বে না। (রোদন)

নিরদ। ভাই! বৃথা আক্ষেপ্‌ কোরোনা তোমার চিত্ত চোর্‌কে অবশ্যই আমি এনে দিব। স্থির হও উতলা হোয়ো না, এখন ধৈর্য্য অবলম্বন ব্যতিত আর কোন উপায় নাই। ধৈর্য্য ধর, মনো আসা পুর্ণ হবে। সখি! তোমার দুঃখনিশা অবসানের আর্‌ কিছুমাত্র বিলম্ব নাই; আশা-বীজ শীঘ্রই অঙ্কুরিত হবে। দিবা অবসান্‌ প্রায়, ঐ দেখ প্রভাকর ক্ষীণপ্রভা হোয়ে অস্তাচল শিখর অবলম্বন কোচ্চেন্‌ আমি এখন তবে বিদায় হই।

(নিরদ বালার প্রস্থান)

চারু। (বিষাক্ত দ্রব্য হস্তে করিয়া) হৃদয়! এত কালের পর আজি তোমায় একটু উল্লাস দেখ্‌চি কেন? পরলোকে যাবে সেই আহ্লাদে কি এমন হোয়েছ? না কি প্রাণেশ্বরের দর্শন পাবে? হৃদয়! আমি তোমায় বারংবার অনুরোধ কোচ্চি, তুমি এ দুরাশা পরিত্যাগ করো। তা হোলে আমি নিরুদ্বেগে পরলোকে গমন করি। কি বল? আশা তোমার প্রিয়সী,—তুমি তাকে পরিত্যাগ কোত্তে পারবে না? আচ্ছা হৃদয়! একি তোমার অসঙ্গত অভিলাষ নয়? তুমি মানবী হোয়ে কিরূপে সেই দেব সুন্দর দর্শন পাবে? আমি অনেক ভেবে স্থির কোরেছি, তিনি কখনই মানব নন্‌, তা হোলে এত দুর্লভ হবেন কেন? অতএব তুমি ক্ষান্ত হও, আর আমায় বিরক্ত কোরো না। মন!

তুমি কি চিরকালই পরের উপাসনা কোর্‌বে? এক দিনও আমার কথা শুন্‌বে না? আমি তোমার কাছে আর কিছু চাই না, এই মাত্র ভিক্ষা, তুমি আমার পরলোক গমনের প্রতিবন্ধক হোয়ো না। কি বল? জীবন থাক্‌তে নয়? আচ্ছা, আমি এখনি জীবন পরিত্যাগ কোচ্চি। (হস্তস্থিত বিষাক্ত দ্রব্যের প্রতি) হে হলাহল! তুমি যে উদ্দেশে আমার সঙ্গে এসেছো. তা সম্পন্ন কর, আমার শমন সদনের পথ দেখিয়ে দাও। আমি নিরুদ্বেগে এ পাপ ভূমণ্ডল ত্যাগ করে তথায় গমন করি। (বিষ ভক্ষণ) হা পিতঃ। আপনার মনোরথ সফল হোল না! মা? এখন তুমি কোথায়। এক-বার তোমর আদরের ধন চারুশীলার অবস্থা দেখে যাও। হায় প্রাণেশ্বর! তোমা বর্ত্তমানে তোমার প্রণয়িনীর এই শোচনীয় অবস্থা! তা তোমার দোষ কি? সকলি আমার ললাটের লিপি, যাহোক মরি তায় ক্ষতি নাই, কিন্তু মনে এই দুঃখ রহিল যে মৃত্যুকালে তোমার চরণ যুগল দেখ্‌তে পেলেম্ না? হা নাথ! দাসীর শেষ আক্ষেপ এই রহিল যে, তোমার শ্রীমুখ দর্শন করে সমস্ত মনের জ্বালা নিবারণ কোত্তে পাল্লেম না। আশা ছিল তোমার প্রণয়িনী হ'য়ে সকল সুখে সুখী হব, কিন্তু সে আশা নিরাশ হোলো। তোমার চারুশীলার নাম আজ থেকে চির দিনের জন্যে পৃথিবী হোতে উঠ্‌ল। শরীর অবসন্নতা ও মনের চাঞ্চল্য হেতু অধিক আর কিছুই প্রকাশ কোর্‌তে পাল্লেম্ না। সভ্য মহোদয়গণ! আমার এই বর্ত্তমান অবস্থা দেখে সতর্ক হোতে যত্নবান হবেন, যেন কেহ কন্যাকে অর্থের লোভে

অসৎ পাত্রে প্রদান না করেন। উঃ! প্রাণ যায়—আঃ-

(অবসন্ন ও প্রাণত্যাগ)

যবনীকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

(হরনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীর সম্মুখবর্ত্তী পথ)

বিনোদিনী ও বসন্তকুমারীর প্রবেশ।

বিনো। ওলো বসন্ত! তোকে যে আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না লো? তুই যে দিন্ দিন্ ডুমুরের্ ফুল হচ্চিস্. তোর্ ভাতার্ তোকে কি, না দেখ্‌লে থাকৃতে পারে না লা?

বসন্ত। কেন ভাই, এত ঠাট্টা কেন? যৌবনকাল হোলেই ওলো সকলেই ডুমুরের্ ফুল্ হোয়ে থাকে, এ বয়সে কি ছেলে বেলার্ মত খেলিয়ে বেড়াব? তুই আপ্‌নার্ গায়ে হাত্ দিয়ে কথা কস্ না? এইটে আমার বড় দুঃখ হয়, কেন তোর্ ভাতার্ কি তোকে ভাল বাসে না?

বিনো! ভাল কেন বাস্‌বে না? তা বলে কি দিন্ রাত্ ভাল বাস্‌তে হবে, ভাল বাসার সময়েই ভাল বেসে থাকে, সে যাহোক ভাই, তুই এখন কেমন আছিস্ বল্ দেখি?

বসন্ত। ভাই মনের কথা! আমার থাকা থাকি কি বল, তবে মরিণী মাত্র, এখন তুই কেমন আছিস্ বল্ দেখি?

বিনো। হ্যাঁলা, আমার কথা আবার জিজ্ঞাসা কোত্তে হয়? তুই যদি থাস্ ভাঁড়ে, তো আমি থাই ঘাটে, যে ভাতারের হাতে পড়েছি বোন্, এতে কি আর মনের আমোদ আছে?

বসন্ত। ওলো মনের কথা! তোমাতে আমাতে এক যায়্গায় বসে তপস্যা করেছিলুম্ তা না হোলে এমন পতি মিল্‌বে কেন বল? আমাদের এ অন্ধের করে দর্পণ দেওয়া হয়েছে, এ জন্মে মনের দুঃখ মনেই রৈল, সে যাহোক্ ভাই, এখন শুনেচিস্—

বিনো। না ভাই, কি বল্ দেখি।

বসন্ত। মুকুজ্যেদের কুমুদিনীর নাকি আজ্ ভাতার্ আস্‌বে? জামাইটী নাকি খুব্ ভাল, বয়েসও অল্প, লেখা পড়া বেস জানে, যাহোক কুমুদিনীর কপাল ভাল।

বিনো। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে) ভাই! কপাল সকলেরই ভাল, কেবল আমাদের মন্দ।

বসন্ত। আজ ওদের নূতন জামাই আস্‌বে, বড় ধুম্‌ধাম্ হোচ্চে।

বিনো। ওলো মনের কথা! তুই জামিইকে দেখ্‌তে জাবিনে?

বসন্ত। না ভাই আমার যাওয়া হবে না, যে পোড়ার মুখো ভাতারের্ হাতে পড়েছি, তাতে আমার কি আর আহ্লাদ আমোদ কর্‌বার্ যো আছে?

বিনো। ওলো সে কথা এখন ছেড়ে দে, মুকুজ্যেদের্ জামাইকে আজ দেখ্‌তে যাবার কি হবে বল্ দেখি?

বসন্ত। ভাই সে কথা এখন তোর্ সঙ্গে সত্যি কোত্তে পারিনে, একে আমি পরাধীন, স্বাধীন হলেও একদিন সাহস কোত্তে পাত্তেম, হুকুম্ না পেলে তো যেতে পার্‌ব না?

বিনো। ভাই এই তোর্ কেমন অন্যায় কথা, একবার খানিক্ ক্ষণ থেকে আহ্লাদ্ আমোদ্ কোরে আস্‌বি, এতে কি তোর্ ভাতার্ নিষেধ্ কর্ব্বে?

বসন্ত। ওলো, তা তো জানিস্‌নে বোন্? এখন্‌কার্ পুরুষ মানুষের্ মন ভারি অশুদ্ধ, তাদের আপ্‌নাদের্ মন যেমন, স্ত্রীলোকের মন ও তেম্‌নি দেখে।

বিনো। ভাই, যা বল্লি তা বড় মিথ্যা নয়, এখন এই রকমই চাল্ চলেছে বটে, কাল্‌টা কেমন কুচক্রুরে হোয়ে পড়েছে যে, কুকর্ম্মেই সকলের মতি হয়ে থাকে, আর কেবল পুরু-ষের্ দোষই দাও কেন বল, স্ত্রীলোকেই হোচ্চে কু, আর পুরুষে হোচ্চে, কর্ম্ম, এই দুয়ে যোগ্ কোরে কু-কর্ম্ম হয়, তা ভাই এক হাতে কখন তালি বাজে না।

বসন্ত। (পরিহাস পূর্ব্বক) ভাই এক হাতে তালি বাজে না বটে, কিন্তু তালি না পেলে ত আর কেহ বাজাতে পারে না (উভয়ের হাস্য)

বিনো। দেখ্ দেকিন্ গায়ে পেড়ে না নিলে কি কথার উত্তর হয়ে থাকে? পূর্ব্বদিক্‌কে উত্তর বল্লে কি কখম উত্তর হয়ে থাকে?

বসন্ত। ভাই সে যাহোক, আমি অনেকক্ষণ এসেছি, এখন তবে যাই, যদি বেঁচে থাকি তবে আবার দেখা হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)



পঞ্চম অঙ্ক।

—*—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুমুদিনীর শয়ন গৃহ,
কুমুদিনী ও চন্দ্রকুমার আসীন্।
নলিনী, বসন্তকুমারী, গিরিবালা, চপলা
ও বিনোদিনীর প্রবেশ।

নলিনী। (হাস্যমুখে) আহা! আজ এখানে কি শোভা হয়েছে, যেন সব্ চাঁদের হাট্ বসেছে, রতিপতি স্বধাম পরিত্যাগ করে, যেন আমাদের কুমুদিনীর গৃহে এসে উদয় হয়েছে. আ মরি মরি!

বসন্ত। হ্যাঁলো নলিনী! তোর্ এত বিলম্ব হলো কেন? কর্ত্তাকে কি ঘুম্ পাড়িয়ে এলি নাকি?

নলিনী। হ্যাঁ ভাই! ঘুম পাড়িয়ে এলাম বটে, ঘুম না পাড়ালে কি আসাযায়? কেন এই তোমরা কি তোমাদের কর্ত্তাকে ঘুম্ পাড়িয়ে আস্লে না?

গিরিবালা। ওলো আমরা নিজে ঘুম্ পাড়াইনে, আমাদের ঘুম পাড়াবার লোক আছে।

চপলা। (জামায়ের নিকট গিয়া) কিহে ভাই পুরুষ মানুষ, বলি তোমার নাম কি বল দেখি?

চন্দ্র। একবারেই নাম্‌টা কি বলে ফেল্‌ব? নাম না বল্লে কি আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌বেনা না কি?

চপ। ওহে ভাই নাম না বল্লে, কেমন করে তোমার সঙ্গে আলাপ করব বল? আগে নাম জেনে রাখা ভাল, জানি কি সময়টা বড় খারাপ্‌ পড়েছে, ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরায় কি ফল আছে বল?

চন্দ্র। দেখ ভাই তোমরা যার আশঙ্কা কর্‌ছ তেমন কাপুরুষ আমি নই।

বিনো। ওহে প্রথমে অমন কথা অনেকে বলে থাবে, কিন্তু শেষকালে শেষ করে ছেড়ে দেয়।

চন্দ্র। শেটা উভয় পক্ষেই, সে যাহোক, তবে আমার নাম একান্তই বল্‌তে হবে? আমার নাম চন্দ্র।

বিনো। (সহাস্যে) ভাই! তোমার নামটী অতি উত্তম, কুমুদিনীর পতি চন্দ্র, ঐ যে একটা কথায় আছে, উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে। কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে। সে যাহোক ভাই, এখন তুমি একটী নূতন গান্‌ গাও দেখি শোনা যাক্‌।

চন্দ্র। দেখ ভাই আমি ভাল গাইতে পারিনে, আর বিশেষ আমি তোমাদের কাছে, এসেছি আজ্‌কে তোমরা অগ্রে একটী গান্‌ গাও।

গিরি। সে কি হে ভাই, মেয়ে মানুষে কি কখন গান গাইতে জানে, কে কোথায় শুনেছে বল?

চন্দ্র। ভাই অমন্‌ কথাটী বলো না, আর মেয়ে মানুষই হোচ্চে, গাওনার অঙ্গ। মেয়ে মানুষ না থাকৃলে গাওনার কখন

সৃষ্টি হোত না, মেয়ে মানুষ হোতেই পুরুষ গান শিখে থাকে, তা ভাই তোমরা অগ্রে একটী গাও।

বসন্ত। ওলো গিরিবালা! বুঝ্‌তে পাচ্চিস্‌নে, আমাদের সাম্নে গাইতে লজ্জা হোলো। তা ভাই এক কাজ কর্‌, না হয় তোরাই আগে একটা গা।

গীত।

"আমার গেরাবু খেলিতে ইচ্ছা নাহি হয়।
পড়্‌তা তেমন্‌ আর, হয় না সই আমার,
আগে গোলাম থাক্‌তো গোলাম্‌ হোয়ে,
এখন সে না কথা কয়॥
রংয়ের্‌ জোর ছিল যখন, ফিহাতে গোলাম্‌ আস্‌তো তখন,
এখন রংয়েতে বদ্‌রং হয়েছে, তাইতে মনে দারুন ভয়।
ইস্তক্‌ বিন্তি কাবার কোরে, পদে পদে হন্দর ধোরে,
সহজে করেছি পাঞ্জা প্রান সইলো।
আর নাই তুরুপের্‌ জোর্‌, হাতে নাই হন্দর,
এখন সাতা আটায়্‌ করে মাটী কেরাই কোরায় অসময়॥"

চপলা। ভাই বসন্ত, ভাল গীতটী গেয়েছিস্‌, আর সে রংয়ে রংনাই, কেরাই ও এখন কেরার্‌ হয়েছে। গোলাম্‌ আগে-মতন্‌ গোলাম্‌ হয়ে থাকে না, কাযেই আমাদের দুর্দ্দশা বোন্‌।

বসন্ত। দুজনের হাড়ে হাড়ে গানের ভাব্‌ বিঁদেছে না কি লো?

বিনো। গিরিবালা! তুই চুপ করে যে আছিস্‌। কিছু বল্‌, না ভাই।

বসন্ত। ওটা কেবল্ তোর্ তামাসাই।

গিরি। তাস খেল্‌বিত আয়না সবাই ?

বসন্ত। একটা কথা বল্‌না ভাই ?

গিরি। কি বল্‌বিতো বল্ এই বেলা ?

বসন্ত। গেরাবুতে ককুড়ি খেলা ?

রংয়ের নওলা টেক্কা কত ?

ভাই ! বুঝিনে অত সত।

সাহেব বিবি কত গুনি ?

তবে খেল্‌বো আগে শুনি।

চপলা। (সবিষাদে)

গীত।

গেরাবু যৌবনের খেলা সমান নহে কখন।

সতীর সমান ভাব বেশ্যার সার রোদন ॥

গেরাবুতে সমুদয়, খেলালো সাত্‌কুড়ি ছয়,

আমাদের নাহিসয়, কুড়িতে হয় পতন।

কুড়িধরে লো গোলাম, যদি রংধরে নাম,

বদ্ রংয়ে একধরে, আর না করে গণন।

টেক্কা মুকুল উদ্গমে, একাদশে আদর ক্রমে,

আঠারো নহলা ভ্রমে, গোলাম হয় পতন।

সাহেব লো তিনে পাই, বিবী বাগান গেলেই সাই,

হয়ে বিবী নিচু তাই, গাউন অবলা যখন।”

বিনো। ওলো ! তোরাকি সকলে এখানে তাস্ খেল্‌তে এলি না আহ্লাদ আমোদ কোত্তে এলি ? তোরা কিলো নিজেই গোল্‌মাল্ কর্‌বি, না নূতন পুরুষ মানুষের গান্ টান্ শুন্‌বি ?

বসন্ত। ওলো! আমাদের সাম্‌নে চন্দ্রবাবু গান্‌ গাইবেন না, বোধ হয় গাইতে লজ্জা হোচ্চে।

বিনো। আমরা আগে গাই তার কিছুই ক্ষতি নাই, কিন্তু ভাই পুরুষ মানুসের লজ্জা করা তো ভাল নয়?

চপ। ওলো সকল পুরুষ কি সমান হয়? ভাই! আর একটী কথা বলি, আমাদের সাম্‌নে লজ্জা হোতেও পারে, এখানে যদি লজ্জা না কর্‌বে তবে আর কোথায় কোর্ব্বে?

নলিনী। কে জানে ভাই কেমন লজ্জা, (চন্দ্রকুমারের প্রতি) তবে আম্‌রাই আগে একটা গাই; কিন্তু ভাই আমি পূর্ব্বে একটী কথা বলে রাখি, আমার গাওনা বড় ভাল নয় যেন শুনে ঠাট্টা কোরো না।

চন্দ্র। (স্বলজ্জিতে) তবেই বুঝেছি। তুমি বেস্‌ গাইতে জান, তা ভাই একটী গাও, আর বিলম্ব করো না।

গীত।

'সখি! সেকি তা জানে।
আমি যে কাতরা তারি বিরহ বাণে॥
নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি,
পাসরিতে নারি সে জনে।
দেহে মম প্রাণ আছে,
সতত তাহারি ধ্যানে॥"

চন্দ্র। আহা! কি চমৎকার গীতটী শুনে আমার হৃদয় যেন আনন্দ সাগরে মগ্ন হোল, বসন্তকালে কোকিলের স্বর যেমন সুমধুর, তোমার গীতও আজ তদ্রূপ শ্রবণ-বিবরে যেন

সুধা বর্ষণ হোল, ভাই তোমাকে আবার আর একটী আদি-
রস ঘটিত গীত গাইতে হবে, তারপর আমি গাইব।

নলিনী। কিহে মিষ্টি কুল্ পেয়ে কি আঁটী শুদ্ধ খাবে নাকি?
আমি আর একটী না গাইলে তুমি গাইবে না, আচ্ছা ভাই,
তবে আর একটী গীত গাই।

গীত।

"ওলো ও সখি, যায় বুঝি প্রাণ কোকিলের স্বরে।
ত্বরায় এনে দেলো তোরা প্রাণ পতিরে।
একে তো যৌবন ভার, সহিতে না পারি আর,
তাহে মদনেরি শর, দহে অবলারে॥

নলিনী। ভাই! এই আমার গাওয়া সাঙ্গ হোলো, এখন তুমি
একটী গাও দেখি শুনি।

চন্দ্র। আচ্ছা ভাই, তবে আমাকে একটী গাইতে হোলো।

গীত।

"তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে।
আকাশে গগনের শশি, দুষী সে কলঙ্কচ্ছলে॥
সৌরভে কি গৌরবে, কে তব সদৃশ হবে,
এ কেবল তোমায় সম্ভবে, যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গাজলে॥"

বিনো। আহা! দেখ দেকিন্ গীতটী শুন্তে কেমন লাগ্লো?
যেমন পুরুষ মানুষের মুখে গীত শুন্তে মিষ্টি লাগে, তেমন
স্ত্রীলোকের মুখে কখনই ভাল লাগে না, তোমরা কত স্থানে
বেড়াও, ভাল ভাল গীত শিখে এস, আমরা তো আর তো

পারিনে, তবে ভাই আর গুটীকতক্ গাও, যদি আমাদের সৌভাগ্য ক্রমে তোমার আজ দেখা পেয়েছি, আর ভাগ্যে আমাদের কুমুদিনীর বিবাহ তোমার সঙ্গে হয়েছিল, তাই এই আমোদ আহ্লাদ হোল, নৈলে কি আর হোতো? আবার তুমি কত দিনে আস্‌বে, বেঁচে যদি থাকি তো দেখা হবে, নয় তো এই পর্য্যন্তই শেষ্‌ দেখা হোলো।

চন্দ্র। দেখ ভাই, তুমি যখন কথাগুলি প্রয়োগ কর, আমার শ্রবণ বিবরে যেন অমৃত বর্ষণ হয়, আমি আর কিছুই ভাবি না, তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলেম, কারণ আমি তোমাদের অদর্শন হয়ে কেমন কোরে এ দেহ ধারণ কর্‌ব তাই ভাব্‌চি, ভাই! তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভাল ছিল, যেমন পতঙ্গদল অন্ধকারে থাক্‌লে তাদের কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু আলোক দেখ্‌লেই অম্‌নি স্বীয় জীবন সমর্পন করে, তা আমার তাই ঘটেছে।

বিনো। (স্বচকিতে) রাত্রিও যে প্রভাত প্রায়, গগনের নক্ষত্র গুলি যেন পরিশুষ্ক কুসুমের ন্যায় দেখাচ্চে (চন্দ্রকুমারের প্রতি) ওহে ভাই, এইবার আমাদের বিদায় দাও, আমরা তবে স্বস্থানে প্রস্থান করি। যদি বেঁচে থাকি, তাহোলে পুনরায় আবার দেখা হবে? আর একটী গীত গেয়ে আমরা বিদায় হই।

গীত।

কুমুদিনী সনে শশি বিহরে আনন্দ মনে।
না পুরাতে আশা ভানু প্রকাশিল গগনে॥
তরুণ অরুণ কর, হেরি ম্লান নিশাকর,
ধরি করে প্রিয়শীরে, বিদায় চায় সে ক্ষুণ্ণ মণে॥
শশী প্রিয়া কুমুদিনী, অন্তরে হেরি যামিনী,
নাগর বচন ছুখে ধারা, বহে দুনয়নে।
যাও সখা ধরি পায়, দেখা দিও পুনরায়,
নতুবা চির বিদায়, দাসীরে রাখিও মনে॥

কামিনীগণ। ওহে ভাই! আমরা তবে বিদায় হলেম্; এখন দেখো ভাই! যেন তোমার বিরহে তোমার প্রস্ফুটীতা কুমুদিনী মুদিত না হয়। তবে এখন তোমরা উভয়ে মনের সুখে প্রণয়-বারি শিঞ্চন কর।

বসন্তকুমারী, নলিনী, গিরীবালা, চপলা
ও বিনোদিনীর প্রস্থান।

চন্দ্র। প্রিয়ে! সুখের রজনী অল্পক্ষণ স্থায়ী, ঐ দেখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যামিনী ও অবসান হয়ে এলো, তবে আমাকে এখন বিদায় দাও? (কুমুদিনীর হস্ত ধারণ করে) প্রিয়-তমে! তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি, অতএব নিজগুণে ক্ষমা করে বিদায় দাও। যদ্যপি এ দাসের প্রতি অনুগ্রহ থাকে, তবে পুনরায় এই শশিমুখ্ খানি দেখে হৃদয়কে শীতল করব।

কুমু। (স্বামীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করত) হৃদয়েশ্! কি

প্রকারে তোমায় বিদায় দিব ? তোমার তিলেক অদর্শন যে আমার যুগান্তর বলে বোধ হয় ? হৃদয়নাথ ! তোমার বিচ্ছেদ আমি কখন সহ্য করতে পারব না, (ক্ষনেক নিস্তব্ধ) প্রাণেশ্বর ! দাসীর জীবন তোমার নিকট রহিল, বিস্মৃত হইও না। (রোদন)",

সবিষাদে—

গীত।

মরি প্রাণ যায়, হায় আমি তায় পাব কেমনে।
কুটিল প্রণয়-ফুল ত্যাজ, কন্টকের কাননে॥
যেত্বঃখ জীবনে সহি, সে বিনে আর কারে কহি,
দুখানলে সদা দহি, সুখি হব মরনে।
কামনা-কুসুমবন, যৌবনেতে সুশোভন,
তাহে বিরাজে মদন, অনুক্ষন শরাসনে॥

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

